দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৪৪

০১

শিক্ষাঙ্গন

বৃত্তি শিক্ষা

"শিক্ষা উন্নতির বাহন, অগ্রগতির পথ নির্দেশক"। শিক্ষাই আলোর দিশারী। শিক্ষা মানুষকে সচেতন তথা স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে। পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের সংমিশ্রণে গঠিত মানব চরিত্রের ভাল গুণসমূহের বিকাশ সাধন করে শিক্ষা। জীবনে শিক্ষার আবশ্যকতা তাই অপরিমেয়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষিতের হার আশংকাজনকভাবে নগণ্য। শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ লোক শিক্ষিত। যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন "দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণ ও নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন। বর্তমানে দেশে যে বেকার সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ বৃত্তি শিক্ষার অভাব। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তথা পুঁথিগত বিদ্যা সেই অভাবকে মিটাতে পারে না। যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীকে কোন একটি বিশেষ পেশায় উপযোগী করে তোলে তা-ই বৃত্তি শিক্ষা। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব জীবনে কোন পেশার উপযোগী করে তোলে না বলে লক্ষ্যহীনভাবে বৃত্তির জন্য বেকার হয়ে ঘুরতে হয়।

কারণ দেড়শ' বৎসরকাল বিদেশীদের অধীনে থেকে আমরা কেবল সহজ সাধারণ শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। যে শিক্ষার ফলস্বরূপ আমরা বৈদ্যুতিক পাখার নীচে চেয়ার-টেবিলে বসে পরাধীন থেকে কেবল কেরানী তৈরীর শিক্ষা গ্রহণ করছি। কর্মময় জীবনে আমরা যেন স্বাবলম্বী হতে পারি তার পথ বিদেশী শাসকবর্গ কখনোই করেনি। কেননা দেশের উন্নতি নির্ভর করে প্রবর্তিত শিক্ষা-দীক্ষার উপর। তাই শিক্ষা যুগোপযোগী না হলে রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিবে এবং সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সুতরাং পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষার প্রচলন বহুদিন পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল। কিন্তু যা কেবলমাত্র উচ্চস্তরের লোকের পক্ষে গ্রহণীয়। আজকাল অবশ্য অনেক স্থানে বিশেষ করে স্কুল-কলেজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র ব্যতীত দরিদ্র দেশের সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে এহেন শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর নয়।

তাই নিম্নস্তরের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ করে বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে অতিসত্বর তার বন্দোবস্ত করতে হবে। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারলেও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকার সমস্যাও অনেকাংশে দূরীভূত করা সম্ভব। শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই যেখানে বেকার সেখানে কুটির শিল্প শিক্ষার প্রচলন দ্বারা অল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত বেকারগণ সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন।

কেননা, বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বৃত্তি শিক্ষালাভ করতে পারে তাহলে পরবর্তীকালে শিক্ষা সমাপনান্তে তারা সহজেই স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে। এতে তাদের বৃত্তি গ্রহণের নিশ্চয়তা আসবে এবং লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা বন্ধ হবে। তদুপরি স্বীয় রুচি অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন করতে পারায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ, উদ্দীপনা থাকায় কাজ-কর্মেও সফল হবে। তাছাড়া এতে অনেকাংশে বেকার সমস্যার সমাধানও হবে।

কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের দারিদ্র্যতা ও পরনির্ভরশীলতা ঘুচতে পারে। এমতাবস্থায় বৃত্তি নির্বাচন যেহেতু শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল সেহেতু এর জন্যে বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা প্রচলিত শিক্ষাকে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সীমাবদ্ধ রেখে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করেছি। অথচ আমাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা উচিত। যাতে শিক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব, আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং তদানুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত করতে হবে।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান